ভোরের কাগজ

তারিখ 03 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে ঘিরে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র যে প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদ করেছে তা বাঞ্ছনীয় নয় বলেও কমিটি উল্লেখ করেছে।

মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ মহল ছাত্রীর ওপর যৌন নিপীড়নের যে অভিযোগ এনেছিল সে ব্যাপারে তদন্ত করে কমিটি গতকাল রিপোর্ট জমা দেয়। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বেলা আড়াইটার সময় উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। এ সময় তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব ভারপ্রাপ্ত প্রোক্টর ড. মোঃ নজরুল

● বাকির-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে যৌন

● শেষের পাতার পর

ইসলাম এবং সদস্য ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নাসরিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আগামী সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপন করা হবে। ঐ সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তদন্ত কমিটি সূত্র এসব তথ্যগুলো জানিয়ে বলেছেন, ৬ দিন পর্যবেক্ষণ শেষে কমিটি মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের কোনো প্রমাণ পায়নি। মেসবাহ কামাল এবং ঐ ছাত্রীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যেও ছাত্রীর ওপর শিক্ষকের যৌন বা অন্য কোনো নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কমিটি মেসবাহ কামাল এবং ছাত্রীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য থেকে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে মেসবাহ কামাল ছাত্রীর গালে চড় মেরেছেন। কমিটি ছাত্রীর গায়ে শিক্ষকের হাত তোলাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছে। কমিটি আরো বলেছে, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে চড় মারার ঘটনা শিক্ষকসুলভ আচরণ নয়। এটা শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের পরিপন্থী। কমিটি ঘটনা তদন্ত করে এটা নিশ্চিত হতে পেরেছে শিক্ষক ছাত্রীকে চড় মেরেছে এবং চড় মারায় ছাত্রীটি সাময়িকভাবে অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে দৌড়ে বের হয়ে যান। ছাত্রীটি যতো অন্যায় করুন চড় মারার অধিকার শিক্ষকের নেই।

কমিটি বলেছে, ঘটনার প্রমাণ না পেয়েও একদল ছাত্র মেসবাহ কামালের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৬ দিন পর্যবেক্ষণ করে ও বিভিন্ন তথ্য হতে নিশ্চিত হতে পেরেছে মেসবাহ কামাল ছাত্রীকে কোনো প্রকার যৌন হয়রানি করেননি।

কমিটি ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে ইতিহাস বিভাগের ৩ জন ছাত্রকে আহত ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহর রুমে লাথি মারার ঘটনায় কারা জড়িত ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ নভেম্বর দুপুরে মেসবাহ কামালের কক্ষ থেকে একজন ছাত্রীর দৌড়ে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে একটি বিশেষ মহল ছাত্রীর ওপর শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের ঘটনা হিসেবে ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে দেয়। আর তার জের ধরে ২৬ নভেম্বর ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা মেসবাহ কামালের বিভাগীয় কক্ষের নামফলক ভাঙচুর, তার কুশপুত্তলিকা দাহ, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহর কক্ষে উপর্যুপরি লাথি মারে এবং হামলা করে ইতিহাস বিভাগের ৩ জন ছাত্রকে আহত করে। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম এ ফায়েজ প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য বলেন। কমিটি ঘটনা তদন্ত করে ৬ দিনের মাথায় গতকাল রিপোর্ট জমা দেয়।